যুগান্তর

দেশের ‘প্রথম’ রোবট মানুষ টিভেট

প্রকাশ : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

-আইটি ডেস্ক

সোফিয়ার কথা নিশ্চয়ই মনে আছে, ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশ মাতিয়ে গিয়েছিল এ কৃত্রিম মানবী। বাঙালির ওই সোফিয়া উন্মাদনায় কি কেউ ভেবেছিল, মাত্র ১০ মাসের মাথায় এমন একটি রোবট দেশেই ডেভেলপমেন্ট করা হবে! হ্যাঁ, ভেবেছিলেন দু’জন।

ঢাকা পলিটেকনিক্যালের দুই শিক্ষার্থী ফরিদ হোসেন এবং রাহাদ উদ্দিন। তাই তো তাদের হাতেই ডেভেলপমেন্ট হলে দেশের প্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার রোবট মানুষ, যার নাম টিভেট। শনিবার সকালে আইডিইবির ২২তম সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নের মুখোমুখি হয় টিভেট। যেমন করে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নের সামনে নিজের পরীক্ষা দিয়েছিল সোফিয়া।

সোফিয়ার চেয়ে কম যায়নি দেশের ‘প্রথম’ রোবট মানুষ টিভেট। শনিবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সামনে সপ্রতিভ ছিল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এ রোবট। ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশ ঘুরে যাওয়া বিশ্বের প্রথম রোবট নাগরিক সোফিয়ার মতোই প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নগুলোর চটপট উত্তর দিয়েছে সে। কেমন ছিল সে প্রশ্নোত্তর?

প্রধানমন্ত্রী : তোমার নাম কি?

রোবট টিভেট : আমার নাম টিভেট।

প্রধানমন্ত্রী : তুমি বাংলা জানো?

রোবট টিভেট : হ্যাঁ, আমি অল্প অল্প বাংলা জানি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। আমি বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে জানছি।

প্রধানমন্ত্রী : তুমি কেমন আছো?

রোবট টিভেট : আমি ভালো আছি?

প্রধানমন্ত্রী : জাতির পিতা কে?

রোবট টিভেট : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির পিতা। তিনি বাঙালি রাজনীতিবিদ। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রধান অনুপ্রেরণা।

এই ছিল প্রধানমন্ত্রী ও রোবট টিভেটের আলাপ।

ইন্সটিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশের সহযোগিতায় এর আইসিটি এবং ইনোভেশনের সেলের তত্ত্বাবধানে ডেভেলমেন্ট করা হয়েছে টিভেটকে।

সোফিয়া আসার আগে রোবট নিয়ে কাজ করলেও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ভিজুয়াল ডেটা, ফেসিয়াল রিকগনিশন ফিচার মেশিন লার্নিং প্রযুক্তির রোবট সোফিয়া নতুন করে পথ দেখায় ফরিদ হোসেন এবং রাহাদ উদ্দিনকে। এর আগে ব্যাংরো নামে সাধারণ একটি রোবট তৈরির নেতৃত্বে ছিলেন এ দু’জন।

টিভেট নিজে নিজে মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারে এবং মানুষের মুখে নির্দেশ শুনে কাজ করতে পারে। টিভেটের ৪২ রকমের শারীরিক এক্সপ্রেশন করার ক্ষমতা রয়েছে। তাই সে শরীরকে বিভিন্নভাবে নাড়াতে পারে। কথা বলার সময় মানুষের মুখের মতোই মুখ নড়াচড়া করে।

চোখে রয়েছে উন্নত প্রযুক্তির থ্রিডি ক্যামেরা যার সাহায্যে সে সহজে সামনে থাকা কোনো বস্তুকে দেখে তার গতিবিধি নির্ধারণ করতে পারে। টিভেট এখন ৫০০ গ্রাম ওজনের যে কোনো বস্তু বহন করতে সক্ষম। সে তার সামনে থাকা কোনো বস্তু বা মানুষকে দেখে তার স্মৃতিও সংরক্ষণ করতে পারে। দেশের কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্র্যান্ডিং হিসেবে রোবটটির নামকরণ করা টিভেট।

‘টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেইনিং’ হতে টিভেট। আইডিইবির আইসিটি এবং ইনোভেশন সেলের মেম্বার সেক্রেটারি জোবায়ের আল মাহমুদ হোসেন জানান, অর্থের অভাবে এ রোবট উন্নয়নের কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তখন আইডিইবি এগিয়ে আসে। এটি বাংলাদেশের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রথম রোবট মানুষ।

টেকশহর।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : সাইফুল আলম, **প্রকাশক :** সালমা ইসলাম